এই কথা-পত্র সংবাদ পরিষেবারই অংশ। তবে এর বিষয় কেবল কৃষি। এখানে প্রকাশ পাবে দেশ-দুনিয়ার কৃষি, বাংলার কৃষি ও ভুবনায়নের কৃষির তাবৎ গতিপ্রকৃতি তথা কৃষি-নিরীক্ষার বিবিধ বয়ান। যার ভেতর ডিআরসিএসসির কার্যক্রম ও কৃষি-নিরীক্ষার সংবাদও থাকবে। উদ্দেশ্য, কৃষির ফলিত অভিজ্ঞতার বিনিময়। উদ্দেশ্য, কৃষি- চেতনার এক সংহত আবহ তৈরি।

অন্ন-কথকতা

জুলাই ২০১২

খাদ্যবন

বিষয়

পশ্চিমবঙ্গের শুখা লালমাটি অঞ্চল, সমুদ্র উপকূল ও আরো কোনো কোনো জায়গায় প্রান্তিক পরিবারগুলি বছরে ৪-৫ মাস কোনো কাজ পায় না। ফলে পরিবারে খাবারও থাকে না। তখন এইসব পরিবারকে কাজের খোঁজে অন্যত্র যেতে হয়। বাধ্য হয়ে যারা গ্রামে পড়ে থাকে,বেশিরভাগ সময়ই তাদের অনাহারে কাটাতে হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এই সমস্যা আরো তীব্র হয়। কিন্তু এইসব অঞ্চলে এমন কিছু গাছ আছে যে গাছগুলো চরম আবহাওয়াতেও টিকে থাকে। এইসব গাছ নানা পুষ্টিকর ফল ও খাদ্যের জোগান দেয়। যদিও এইসব খাদ্য বা ফলের বাজারে দাম পাওয়া যায় না। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের জৈব বৈচিত্র তৈরিতে এই গাছগুলোর বড় ভূমিকা থাকে। জঙ্গল ও বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপক ক্ষয়, খাবার ও ফলের এই সন্ধানগুলিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। ফলে গরিব মানুষের খাদ্যের জোগান কমছে। শুখা এলাকায় বিশেষত, বিশাল জমি ফাঁকা পড়ে থাকে। কোনো গাছপালা না থাকায় প্রচুর ভূমিক্ষয় হয়। অভাব ও দুর্যোগের সময় পরিবারগুলোর খাদ্যের জোগান দিতে ও জলবায়ু বদল রোধ করতে এখানে খাদ্যবন তৈরি একটি উপযোগী উদ্যোগ হতে পারে।

প্রস্তাব

- সামূহিক সম্পদ যেমন, এজমালি জমি, বাতিল ঘাসজমি, জলা, পুকুর ধার এইসব জায়গায় খাদ্যবন করা যায়। এক্ষেত্রে স্থানীয় বাসিন্দারা দলগতভাবে পঞ্চায়েত বা নির্দিষ্ট সরকারি বিভাগ থেকে অনুমতি নিয়ে, বিভিন্ন বহুমুখী গাছপালা দিয়ে এই উদ্যোগ শুরু করতে পারে।

- স্থানীয় বহুমুখী গাছ, খাদ্য, ফল,অসময়ের খাদ্য (খামালু, বুনো আলু ইত্যাদি),মরশুমি শাকসবজি,লতাগুল্ম ইত্যাদির চাষ করতে উৎসাহিত করা দরকার।

▶ বাড়তি আয়ের জন্য, জলা-পুকুরে মাছচাষ বা হাঁস-মুরগি পালনে উৎসাহ দেওয়া যায়।

কার্যক্রম

২০০৪ সালে প্রথম খাদ্যবন তৈরি হয় বীরভূমের খোশকদমপুর গ্রামে। প্রথমে গ্রামের প্রান্তিক চাষিদের নিয়ে পল্লীমঙ্গল স্বনির্ভর দল গঠন করা হয়। এই দল কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলে ,৩০ বছরের জন্য একটি এজমালি জমি সহ একটি পুকুরের ইজারা পায়। তারা এখানে, প্রায় হারানো গাছ ও অসময়ের ফসল লাগিয়ে খাদ্যবন তৈরি করে। নিজেদের চাহিদা মতো গাছ বাছাই হয়।বড় গাছের মাঝে মাঝে তারা সবজি, ডাল, তেলবীজ ইত্যাদি চাষ করে। গাছপালা-চারা দল যৌথভাবে দেখাশোনা করে। উৎপাদন সবার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেয়। এভাবে একদিকে তারা পুষ্টিকর খাদ্য পাচ্ছে, অন্যদিকে বাড়তি ফসল বিক্রি করে কিছু আয়ও হচ্ছে। ফসল অন্যদের মধ্যে বিলিও করা হচ্ছে। কৃষিবর্জ্য জালানি ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্লক ও ডিআরসিএসসি থেকে পাওয়া অর্থের মাধ্যমে তারা ক্ষেপে ক্ষেপে মাছ ও হাঁসপালন করছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা দিয়ে পুকুরটি সংস্কার করা হয়েছে। দলটি এখন সব গ্রামবাসীরই সহায়তা পাচ্ছে। কারণ পল্লিবাসীদের অসুস্থতা, মেয়ের বিয়ে ইত্যাদি কাজে দল থেকে সাহায্য করা হচ্ছে। দলের কাজ স্থানীয় পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে করা হচ্ছে। বীরভূমের কাপাসটিকুরি, বাগানডাঙা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের বড় বিরনি গ্রামেও খাদ্যবন গড়ে উঠেছে।

প্রতিফল

▶ অভাব ও দুর্যোগের সময় খাবার পাওয়া যাচ্ছে। পড়ে থাকা জমির পরিমাণ কমছে।

▶ পশুখাদ্যের জোগান বেড়েছে। পশুখাদ্য জোগাড়ে মেয়েদের শ্রম কমেছে।

▶ পুষ্টির অভাব কমানো গেছে।

▶ আয় খানিকটা বেড়েছে।

▶ জৈব বৈচিত্র রক্ষা পাচ্ছে।

▶ দলের সম্পদ তৈরি হয়েছে।

▶ নানা উদ্যোগের ফলে স্থানীয় পরিবেশেরও উন্নতি হয়েছে।

সম্ভাবনা

▶ এই কৃষিবনের ধারণাটি দিয়ে, বিভিন্ন কৃষি-আবহাওয়া অঞ্চল উপযোগী করে আলাদা আলাদা বন বানানো যায়।

▶ দল গঠন-স্থানীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলা ও বীজ-চারা-যন্ত্রপাতি-চালাঘর তৈরি ইত্যাদি কাজের জন্য প্রাথমিক স্তরে কোনো সংস্থার সহায়তা দরকার।

▶ কাজ টিকিয়ে রাখতে পঞ্চায়েতের সঙ্গে সদা যোগাযোগ রেখে চলতে হবে।

▶ শুরুর দিকে কাজের দেখাশোনা ও তদারকি এমনভাবে করতে হবে, যাতে হঠাৎ কাজ থেকে উঠে আসা সমস্যা ও দলের ভেতর তৈরি হওয়া সমস্যার সহজে সমাধান করা যায়।

▶ দল থেকে গ্রামবাসীদের অসময়ে সহায়তা এ ধরনের কর্মসূচিকে সুস্থায়ী করতে সাহায্য করে।

■ ■

আপনার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য

যোগাযোগ ।। ডি আর সি এস সি
১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ।। কলকাতা ৭০০ ০৩১
২৪৭৩৪৩৬৪।। ২৪৪২৭৩১১ ।। ৯৪৩৩৫১১১৩৪
drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com ||

ডিআরসিএসসি, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত